39

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02.OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

আবদুল আজিজ চৌধুরী

নতুন ব্যবস্থায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একই ধারা এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা ছাড়াও বেতনক্রমের বৈষম্য দূর করার ফলে শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত বিরাজমান ক্ষোভ ও রেষারেষির অবসান ঘটে। শিক্ষকমন্ডলী পূর্বের তুলনায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় যে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়, তা ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৭৩ সালে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ফলে যে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল, তা না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের আর্থিক ব্যয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক শিক্ষার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি বা অগ্রগতি হয়নি।

সরকার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করেও যখন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয় তখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অধীনে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় ইতিহাসে প্রথম পরিকল্পিত উপায়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে 'প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প' নামে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্পের প্রবর্তন করে।

ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আবার অব্যবস্থা, অরাজকতা ও গতিহীনতার কবলে পড়ে। একদিকে অধিদফতর থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নিয়োজিত বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কলাকৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনার অভাব এবং অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতাবিহীন অধিদফতরের উর্ধতন কর্মকর্তাগণের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত পরিচালনার চাপে পড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণ দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বর্ষ অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সফলতার পরিবর্তে কেবল ব্যর্থতাই পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই সময় আমি রাঙ্গামাটি প্রাথমিক শিক্ষা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে সাবেক মহাপরিচালকের নির্দেশে প্রথম 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায়সমূহ' চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য এক গঠনমূলক প্রস্তাব দাখিল করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রস্তাব অধিদফতর কর্তৃক কোনই পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় এবং ১৯৮৩ সালে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সাবেক উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পুনরায় রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবে কলুষিত হতে শুরু করে। শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ ও বদলি ইত্যাদি ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে গতিহীন ও অচল হয়ে পড়ায় সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, সাবেক উপজেলা পরিষদের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন ৮৪' নামে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমি রাঙ্গামাটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করে সম্মেলনের উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধের উপর প্রধান আলোচক হিসাবে লিখিত বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পাই। একটি কর্মশালায় ও মাঠকর্মী হিসাবে আমি আমার এলাকায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সাফল্য তুলে ধরি। সমগ্র বাংলাদেশ কেবলমাত্র আমার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন শিক্ষা সচিব আমাকে ঢাকায় অবস্থান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন।

এর কিছুদিন পর আমি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগদান করে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, অরাজকতা ও গতিহীনতার কবলে পতিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে সক্রিয়, গতিশীল ও কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক গ্রহণসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কতিপয় প্রক্রিয়া, কলাকৌশল বা পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রকল্প (১৯৮০-৯২)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮০-৮৫) প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন ছিল বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি অত্যন্ত মহৎ ও ব্যয়বহুল প্রয়াস, প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

কিন্তু নবগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে 'আই, ডি,এ' ও 'জাতীয় প্রকল্প' নামে দুটি ধারায় বিভক্ত করে দ্বৈত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা আবার প্রবর্তন করা হয়। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা অধিদফতর হতে পৃথক করা হলেও নবগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের শিক্ষা অফিসার, রিসার্চ অফিসার, বিশেষজ্ঞ, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ইত্যাদি সকল প্রশাসনিক পদে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাবেক মহকুমা ও জেলা পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাবিহীন উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক মন্ডলীকে একচেটিয়া নিয়োগ দেয়ার ফলে সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে এক দারুণ অব্যবস্থা, অরাজকতা, গতিহীনতা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

'জেলা স্কুল বোর্ডের' মতো সাবেক মহকুমা পর্যায়ে 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠন করে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ব্যাপারটা দাঁড়ালো যেন নতুন বোতলে পুরনো মদের মতো।